তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩৮৮

**মানবসম্পদ উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার বিকল্প নেই**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল):

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, পৃথিবীর কোন দেশ শিক্ষা ছাড়া উন্নতি করতে পারেনি। উচ্চ শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাই একটি জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। যেকোনো দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বনানীতে শেরাটন হোটেলে ‘স্টাডি ইন মালয়েশিয়া-এডুকেশন ফেয়ার, বাংলাদেশ’ শীর্ষক দু’দিনব্যাপী এক মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এক সময়ের দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, লোড শেডিং এর বাংলাদেশ আজ বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করায় দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন অর্জনে দক্ষ ও স্মার্ট মানবসম্পদ অপরিহার্য। সে মানবসম্পদ গড়ে তুলতে শিক্ষাই আমাদেরকে অগ্রসর করবে।

উল্লেখ্য, এই শিক্ষা মেলায় মালয়েশিয়ার খ্যাতিমান এগারটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি হসপিটাল গ্রুপের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করছে। এই শিক্ষা মেলার ফলে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বিনিময় ও সহযোগিতার সেতুবন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

#

হেমায়েত/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩৮৬

হাসিনা-তাভিসিন আন্তরিক বৈঠক

**থাইল্যান্ডের সাথে ৫ দলিল স্বাক্ষর**

ব্যাংকক (থাইল্যান্ড), ২৬ এপ্রিল:

ব্যাংকক সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্রেথা তাভিসিনের (Srettha Thavisin) আন্তরিকতাপূর্ণ একান্ত বৈঠক, দ্বিপক্ষীয় আলোচনা এবং দু’দেশের মধ্যে একটি চুক্তি, তিনটি সমঝোতা স্মারক ও একটি লেটার অভ ইন্টেন্ট স্বাক্ষর হয়েছে।

আজ থাইল্যান্ডের রাজধানীর গভর্নমেন্ট হাউজে বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এ তথ্য জানান।

দু’দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এ সময় অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি, জ্বালানি, পর্যটন ও শুল্ক সংক্রান্ত পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ক তিনটি সমঝোতা স্মারক এবং মুক্ত বণিজ্য চুক্তির আলোচনা শুরুর জন্য একটি লেটার অভ ইন্টেন্ট স্বাক্ষরিত হয়।

দেশের অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, ব্যাংককে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবদুল হাই এবং থাইল্যান্ডের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. প্রাণপ্রী বাহিদ্ধা নুকারা (Parnpree Bahiddha-Nukara) প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ড. হাছান জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্রেথা তাভিসিনের অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমে তারা একান্তে কথা বলেন, এরপর দু’দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যাসহ সবিস্তারে অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের যে ভ্রাতৃপ্রতিম ও বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক, সেটা আরো জোরদার, বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত করার ব্যাপারে দুই প্রধানমন্ত্রী গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন, বলেন তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি বর্ণনা করার পাশাপাশি বাংলাদেশের ১০০টি ইকোনমিক জোন ও আইটি ভিলেজে থাই বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা চাইলে প্রয়োজনে বাংলাদেশে তাদের জন্য বিশেষ ইকোনমিক জোন করার কথাও বলেছেন।

মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা প্রায় ১.৩ মিলিয়ন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়েছেন। তাদের জন্য বাংলাদেশে যেসব সমস্যা উদ্ভুত হচ্ছে বৈঠকে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান ড. হাছান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, থাইল্যান্ডেও অনেক রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছেন, এখনো অনেকে আসছেন। থাইল্যান্ডও এই পালিয়ে আসা মানুষদের ভারে জর্জরিত। এই সমস্যা সমাধানে উভয় প্রধানমন্ত্রী দু’দেশের একসাথে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

এ দিন গভর্নমেন্ট হাউজে পৌঁছুলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় গার্ড অভ অনারে থাই প্রধানমন্ত্রী সাথে ছিলেন। শেখ হাসিনা তার সৌজন্যে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত রাষ্ট্রীয় মধ্যাহ্নভোজে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখেন।

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার ব্যাংককে পৌঁছান। বৃহস্পতিবার ব্যাংককে জাতিসংঘ সম্মেলন কেন্দ্রে জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএনএসকাপ) ৮০তম অধিবেশনে যোগ দেন শেখ হাসিনা। সেখানে দেওয়া ভাষণে সব ধরনের আগ্রাসন ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং যুদ্ধকে ‘না’ বলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। সফর শেষে ২৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা।

#

আকরাম/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৫

**ভবনের নকশা অনুমোদনে এসটিপি স্থাপনের শর্ত আরোপ করতে বললেন গণপূর্তমন্ত্রী**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৩ বৈশাখ, (২৬ এপ্রিল):

ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে এসটিপি (সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) স্থাপনের শর্ত আরোপ করতে বলেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী যোদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী।

আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সমবায় সমিতি আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর সংস্থা প্রধানদের উদ্দেশ্যে ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে এসটিপি স্থাপনের শর্ত দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকায় ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে এসটিপি স্থাপনের শর্ত দেওয়ার জন্য তিনি পৌর মেয়রের প্রতি আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, ঢাকা দূষিত শহরের তালিকায় বিশ্বের এক থেকে তিন নম্বরে থাকে। এ অবস্থায় আমরা কেউই শান্তিতে থাকতে পারবো না। ঢাকাসহ সারাদেশকে বাসযোগ্য রাখতে হলে দূষণ রোধ করতে হবে, শহরকে বর্জ্যমুক্ত রাখতে হবে। জলাশয়গুলোর পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য আমাদের এখন থেকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

মোকতাদির চৌধুরী বলেন, আবাসন মানুষের খুবই কাঙ্ক্ষিত বিষয়, এটি মানুষের মৌলিক অধিকার। সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শুধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নয়, ছিন্নমূল ও খেটে খাওয়া মানুষ যারা আছেন তাদেরকেও নিজস্ব আবাসনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করতে তিনি আশ্রায়ণ প্রকল্প গড়ে তুলেছেন। তাদেরকে বিনামূল্য ঘরবাড়ি করে দিচ্ছেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর দূষণের শহর হয়ে গিয়েছে। এটি সুস্থভাবে বসবাসের অনুপযোগী শহরে পরিণত হয়েছে। আমি নির্বাচনের সময় শহরটিকে তিতাসের পূর্ব পাড়ে সম্প্রসারিত করার যে অঙ্গীকার করেছিলাম সেটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। কুরুলিয়া খালের দক্ষিণ তীরে এপার্টমেন্ট প্রজেক্টের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, খুব শিগগিরই এ প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারব।

মন্ত্রী বলেন, আপনারা জেনে খুশি হবেন, এলজিআরডির মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পূর্ব পাশ দিয়ে মেড্ডা থেকে শিমরাইল কান্দির কুরুলিয়া ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব আকারে পাঠানো হয়েছে, শিগগিরই এটি পাশ হবে। চলতি বছরের মধ্যে শহরে শিশু পার্কের নির্মাণকাজ শুরু হবে বলেও জানান মন্ত্রী।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পিআরএল ভোগরত গ্রেড-১ কর্মকর্তা মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমির রেক্টর (সচিব) মো. সহিদ উল্যাহ, সাবেক সচিব গোলাম রব্বানী, বিয়াম ফাউন্ডেশনের সাবেক মহাপরিচালক মিজানুর রহমান, সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক আহসান কবীর, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, পৌর মেয়র নায়ার কবির প্রমুখ।

এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিসি হাউজিং সোসাইটির প্লট গ্রহীতাদের মাঝে মন্ত্রী প্লটের দলিল হস্তান্তর করেন।

#

রেজাউল/সায়েম/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৪

**পাহাড়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আমলে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে**

**-পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

রাঙ্গামাটি, ১৩ বৈশাখ, (২৬ এপ্রিল):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তুলতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল সংস্কৃতির মাঝে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাহাড়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আমলে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

আজ রাঙ্গামাটি কাপ্তাই উপজেলার সাপছড়ি এলাকার ওয়াগ্গা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ৭ম মহাসম্মেলন ও ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল-২০২৪ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তঞ্চঙ্গা সম্প্রদায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাহাড়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় সবদিকেই অনেক দূর এগিয়েছে। আধুনিক সমাজেও তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় তাদের কৃষ্টি, কালচার এবং ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। এটি প্রশংসার দাবিদার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত আসন হতে রাঙ্গামাটির তঞ্চঙ্গা সম্প্রদায়ের জ্বরতী তঞ্চঙ্গাকে সংসদ সদস্য হিসেবে পার্বত্যবাসীকে উপহার দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নবনিযুক্ত সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার আহ্বায়ক ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য দীপ্তিময় তালুকদার। সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য নাজিব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা।

সম্মেলনের ১ম পর্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি জ্বরতী তঞ্চঙ্গ্যা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুই প্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সদস্য খোকনেশ্বর ত্রিপুরা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য অংসুই ছাইন চৌধুরী, কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো: মফিজুল হক প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার সদস্য সচিব উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা।

#

রেজুয়ান/সায়েম/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৩

**জলবায়ু অভিযোজনে সহায়তা দ্বিগুনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

বার্লিন (জার্মানি), ২৬ এপ্রিল:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জলবায়ু অভিযোজন কর্মকাণ্ডে সহায়তা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান, ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান, ন্যাশনালি ডিটারমিন্ড কন্ট্রিবিউশান পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজন। মন্ত্রী আগামী কপ-২৯ এ জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মতামত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

আজ জার্মানির বার্লিন শহরে অনুষ্ঠানরত পিটার্সবার্গ ক্লাইমেট ডায়লগে বক্তব্য প্রদানকালে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনায় পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। ইতঃপূর্বে যে সকল অঙ্গীকার করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার সকল কার্যক্রমে বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির বৈশ্বিক তাপমাত্রার লক্ষমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সকল দেশকে বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহ এবং যাদের সামর্থ্য আছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

পরিবেশমন্ত্রী সাবের চৌধুরী পিটার্সবার্গ জলবায়ু সংলাপের সাইড লাইনে কপ-২৮ এবং কপ-২৯ এর প্রেসিডেন্ট; সৌদি আরবের প্রধান জলবায়ু নেগোসিয়েটর খালিদ এম. আলমেহেদ, স্টেট সেক্রেটারি এবং জার্মান ফেডারেল পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্তর্জাতিক জলবায়ু কর্মের বিশেষ দূত জেনিফার লি মর্গান, জার্মান ফেডারেল চ্যান্সেলারির স্টেট সেক্রেটারি ড. জর্গ কুকিস, মিসর, ডেনমার্কের প্রতিনিধিসহ বিশিষ্টজনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। তিনি কপ-২৯-এ প্রধানমন্ত্রীর যোগ দেওয়ার জন্য আজারবাইজানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধান নেগোসিয়েটর ইয়ালচিন রাফিয়েভের কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণপত্র গ্রহণ করেন।

সাবের চৌধুরীর বক্তব্য পিটার্সবার্গ ক্লাইমেট ডায়লগে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৪০টি দেশের মন্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অনেকে মতামতকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে ৪০ টি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি ছাড়াও জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শ্লোজ এবং আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/সায়েম/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮২

**বাংলাদেশি শ্রমিকদের ভিসা সহজ করার জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন**

**---প্রবাসী প্রতিমন্ত্রী**

যুক্তরাজ্য, ২৬ এপ্রিল:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী যুক্তরাজ্যের হসপিটালিটি এবং ক্যাটারিং খাতে কাজ করতে চাওয়া বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ কর্মীদের জন্য ভিসার শর্ত সহজ করার জন্য যুক্তরাজ্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি গতকাল যুক্তরাজ্যের অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ (এপিপিজি) বাংলাদেশ বিষয়ক হাই-প্রোফাইল সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। এপিপিজি অন বাংলাদেশ চেয়ার রুশনারা আলী এমপি**Õ**র সভাপতিত্বে এ সংলাপে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম, বব ব্ল্যাকম্যান, এমপি এবং এপিপিজির ভাইস-চেয়ার লর্ড করণ বিলিমোরিয়া বক্তব্য রাখেন।

প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ পরিণত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশিসহ সারা বিশ্বে বসবাসরত বাংলাদেশিদের চলমান মঙ্গল এবং কল্যাণ প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সরকারের প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতির ফলে বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী এই ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরো বিস্তৃত ও গভীর করার এখনও অনেক ক্ষেত্র অন্বেষণের সুযোগ রয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর ও শহরের বাংলাদেশি রেস্তোরাঁগুলো সুদক্ষ কর্মীদের অভাবের সম্মুখীন হচ্ছে। একারণে যুক্তরাজ্য ন্যূনতম বার্ষিক বেতন ৩৮০০ পাউন্ডে উন্নীত করেছে, যা অনেক রেস্তোরাঁর মালিকদের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য। প্রতিমন্ত্রী, হসপিটালিটি সেক্টরে কর্মরত ব্যক্তিদের ন্যূনতম বার্ষিক বেতনের শর্ত শিথিল করতে যুক্তরাজ্য সরকারকে আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ দক্ষ নির্মাণশ্রমিক এবং খামারশ্রমিক দিতে পারে যারা যুক্তরাজ্যে মৌসুমী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পারবে। প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য সরকার একযোগে বাংলাদেশি দক্ষ শ্রমিকদের জন্য রেস্তোরাঁ কর্মী, চিকিৎসক ও নার্সসহ আরো কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে ।

হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম জানান, যুক্তরাজ্যে দক্ষ বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য আরো কাজের সুযোগ দেয়ার জন্য কাজ করছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে অনেক কেয়ারগিভার যুক্তরাজ্যে নিয়োগ করা হয়েছে। উপরন্তু, বাংলাদেশ থেকে মৌসুমী খামার শ্রমিকদের নিয়োগও শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের উচ্চপদস্থ সংসদীয় কর্মকর্তা এবং ব্রিটিশ-বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে ব্রিটিশ বাংলাদেশি চেম্বার অভ্ কমার্স আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। একই দিনে মন্ত্রী শফিকুর পূর্ব লন্ডনে ইউকে ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অভ্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিবিসিসিআই) আয়োজিত একটি ব্যবসায়িক সভায়ও যোগ দেন।

#

সৈকত/সায়েম/আব্বাস/২০২৪/১৮৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮১

**প্রধানমন্ত্রীর কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে**

**-অর্থ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ, (২৬ এপ্রিল):

অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান বলেছেন, কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতিটি সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্জনে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং  অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলো প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ সেখানে চিকিৎসা নিতে আসছে। এই কমিউনিটি ক্লিনিকের উদ্যোগ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে ভিশন সেন্টার আছে। এখন গ্রামে বসেই রোগীরা ভিডিও লিংকের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে চোখের চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে এবংবিনামূল্যে চশমা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় কমাতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং সরকারিভাবে সেবা বৃদ্ধি করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারংবার বলেন সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা। সেই লক্ষ্যে সরকার এগোচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারেও স্বাস্থ্যসেবার বিষয় রয়েছে।

আজ চট্টগ্রামের আনোয়ারায় মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ডেভ কেয়ার ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘শেষজ্ঞ মেডিকেল ক্যাম্প ২০২৪’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রতিটা ইউনিয়ন ও উপজেলায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া। পাকিস্তান আমলে মাত্র একটি ডিভিশনের একটি থানায় হেলথ কমপ্লেক্স ছিল। বঙ্গবন্ধু ৩৬৭টি হেলথ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন সারা দেশে। প্রতিটি ইউনিয়নে তিনি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র তৈরির পদক্ষেপ নেন।

অধ্যাপক ড. এম এ ফয়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন বিএমএ চট্টগ্রামের সভাপতি অধ্যাপক ডা. মুজিবুল হক খান, সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ ইলিয়াছ ও আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: ইশতিয়াক ইমন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন ডেভ কেয়ার ফাউন্ডেশনের অ্যামেরিটাস চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. জয়নব বেগম এবং স্বাগত বক্তৃতা করেন লুৎফে আরা রশীদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডেভ কেয়ার ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আমির হোসেন।

#

আলমগীর/সায়েম/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮০

**নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে সরকার নিরন্তর কাজ করছে**

**---মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ, (২৬ এপ্রিল):

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি) বলেছেন, নারী পুরুষের সমতা আনয়ন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে সরকার নিরন্তর কাজ করছে।

আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় পরিষদ সভা-২০২৪ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আমরা যে রূপে নারীদের অবস্থান দেখছি পূর্বে এমনটা ছিল না। ২০০৮ সালের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারীবান্ধব নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে আজ নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত হয়েছে। নারীরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী দেশে-বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি, গবেষণা, খেলাধুলা, বিনোদনসহ সকল ক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং দেশের হয়ে সুনাম বয়ে আনছে। তিনি বলেন, নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০২০, যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ সহ নানান ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, নারীদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সাইবার বুলিং থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার নারীদের গৃহস্থালি কাজের সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণসহ ইহাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ জিডিপিতে অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজ করছে।

#

নূর আলম/সায়েম/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৯

**মাদক পাচার এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের**

**সম্মেলনে যোগ দিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

মরিশাস, ২৬ এপ্রিল :

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত পশ্চিম ভারত মহাসাগর অঞ্চলে মাদক পাচার এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিষয়ক প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। গতকাল মরিশাসের বালাক্লাভায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল রিসোর্টে এ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদলের প্রধানরা মাদক পাচার ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার মোকাবিলার কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামো এবং একটি আঞ্চলিক ড্রাগ অবজারভেটরি স্থাপনের মাধ্যমে ড্রাগ রেসপন্স সমন্বয়ের জন্য নেতৃস্থানীয় জাতীয় সংস্থাগুলোর একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের ওপর সম্মেলনে গুরুত্বারোপ করা হয়।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ যে চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন তা হলো, তরুণদের মাদক ব্যবহারের অধিক ঝুঁকি, আইনের প্রয়োগ এবং আন্তঃসীমান্তীয় নিরাপত্তা অস্থিতিশীল করার ঝুঁকি, অবৈধ আর্থিক প্রবাহ, আন্তর্জাতিক অপরাধ, পরিবার এবং সামাজিক শান্তি বিনষ্টকরণ, আইনহীন অঞ্চল সৃষ্টি, সমুদ্র নিরাপত্তার হুমকি, সিন্থেটিক ওষুধের ক্রমবর্ধমান হুমকি, আইনি কাঠামোর ত্রুটি এবং মাদক উৎপাদন ও ঔষধের বাজারের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ।

চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা যেসব প্রস্তাব করেন তা হলো, সমুদ্র নজরদারি বৃদ্ধি এবং আন্তঃসীমান্তীয় সহযোগিতার উন্নয়ন, মাদক পাচারের নেটওয়ার্ক ব্যাহত এবং ধ্বংস করার জন্য এ সংক্রান্ত সব দলের অংশীদারিত্ব, পৃথক আঞ্চলিক দায়িত্ব গ্রহণ, ভারত মহাসাগর কমিশন (আইওসি) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক সমুদ্র নিরাপত্তার বিষয়ে অংশীদারদের একত্রিত করা, বিশ্বব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং ভারত মহাসাগরের দেশগুলোর মধ্যে পুলিশী এবং কাস্টমস সহযোগিতাসহ দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

সম্মেলনে আরো যে সুপারিশগুলো উঠে আসে তা হলো, ড্রাগ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের কৌশল পুনর্বিবেচনা এবং নবায়ন, আইনি কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পর্যালোচনা, আইওসি এবং জাতিসংঘের ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম দপ্তরের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করা, যারা সফলভাবে মাদক পাচার এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার মোকাবিলা করেছে তাদের উদাহরণ অনুসরণ করে মাদকের অপব্যবহার এবং সামগ্রিকভাবে সংঘবদ্ধ অপরাধ হ্রাস করতে টেকসই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি।

সম্মেলনের সাইড লাইনে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ জগন্নাথের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

উল্লেখ্য, ২৪টি দেশ ও ২৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা এ সম্মেলনে অংশ নেয়। সম্মেলনের শেষ সময় মাদক পাচার ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ওপর প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের ঘোষণা গৃহিত হয়।

#

ইফতেখার/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৫১৫ ঘণ্টা

Handout Number : 4378

**Environment Minister held Meetings in Petersberg Climate Dialogue in Berlin.**

Dhaka, 26 April:

Environment, Forest, and Climate Change Minister Saber Hussain Chowdhury engaged in a pivotal bilateral meeting with Saudi Arabia's Chief Climate Negotiator, Khalid M. Almehaid, during the Petersberg Climate Dialogue in Berlin, Germany yesterday.

The meeting underscored the commitment of both nations to collaborate on addressing pressing climate challenges and advancing the global climate agenda. Minister Chowdhury and Chief Negotiator Almehaid exchanged insights and perspectives on key issues such as renewable energy adoption, and climate adaptation strategies.

Minister Chowdhury reiterated Bangladesh's unwavering dedication to ambitious climate action, highlighting the country's significant strides in renewable energy development and climate resilience efforts. He emphasized the importance of international cooperation and collective action in achieving the goals outlined in the Paris Agreement.

Chief Negotiator Almehaid commended Bangladesh's proactive approach to climate change mitigation and adaptation, acknowledging the nation's leadership in championing sustainable development practices. He expressed Saudi Arabia's commitment to strengthening collaboration with Bangladesh and other nations to address the interconnected challenges posed by climate change.

The bilateral meeting between Minister Chowdhury and Chief Negotiator Almehaid serves as a testament to the shared commitment of Bangladesh and Saudi Arabia to advancing the global climate agenda and fostering sustainable development for present and future generations.

The Minister received the invitation letter from Deputy Minister of Foreign Affairs and Chief Negotiator of Azerbaijan Yalchin Rafiyev to participate in COP-29 on the sidelines of the Petersberg Climate Dialogue held in Berlin, Germany.  Besides, he held bilateral meetings with the delegates of Egypt, Denmark, President of COP-28 and COP-29 and the German State Secretary.

#

Dipankar/Kamruzzaman/Zulfikar/Robi/Sazzad/Ali/Mansura/2024/1340 hour

Handout Number : 4377

**Petersberg Climate Dialogue in Berlin**

**Environment Minister Held Meeting**

**with State Secretary of the German Chancellery**

Dhaka, 26 April:

Environment, Forest, and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury held a highly productive meeting with Dr. Jörg Kukies, State Secretary of the German Federal Chancellery. The meeting, held in Berlin at the Sidelines of Petersberg Climate Dialogue yesterday, focused on key issues related to environmental sustainability and climate change adaptation and mitigation.

During the discussions, Minister Saber Hossain Chowdhury and Dr. Jörg Kukies exchanged valuable insights and ideas on various initiatives aimed at addressing the pressing challenges of climate change. They underscored the importance of collaborative efforts between government entities and international partners in implementing effective strategies to combat climate change and protect natural resources.

Minister Saber Chowdhury emphasized the urgent need for concerted action to reduce carbon emissions, promote renewable energy sources, and conserve biodiversity. He commended Dr. Jörg Kukies for his commitment to advancing environmental priorities within the Federal Chancellery and expressed optimism about future collaboration between their respective offices.

Dr. Jörg Kukies reiterated the German government's unwavering commitment to environmental stewardship and climate resilience. He highlighted the significance of bilateral cooperation in advancing sustainable development goals and reaffirmed Germany's support for initiatives aimed at preserving global ecosystems.

The meeting concluded with both parties expressing their mutual dedication to fostering closer cooperation and sharing best practices in the field of environmental conservation and climate change adaptation.

#

Dipankar/Kamruzzaman/Zulfikar/RobiAli/Mansura/2024/1310 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৬

**শ্রীলংকার ফিটসএয়ারের ঢাকা-কলম্বো সরাসরি ফ্লাইট চালু**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ, (২৬ এপ্রিল):

ঢাকা থেকে সরাসরি কলম্বো ফ্লাইট চালু করলো শ্রীলংকাভিত্তিক এয়ারলাইন্স ফিটসএয়ার। প্রাথমিকভাবে ঢাকা থেকে প্রতি সপ্তাহে রোববার ও বুধবার ফিটসএয়ারের ফ্লাইট কলম্বো যাবে এবং কলম্বো থেকে ঢাকায় আসার ফ্লাইট শনিবার ও মঙ্গলবার।

গত মঙ্গলবার ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফিটসএয়ারের ঢাকা-কলম্বো সরাসরি ফ্লাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান।

শ্রীলংকাভিত্তিক ফিটসএয়ারের জিএসএ বেঙ্গল এয়ারলিফট লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ বাহাউদ্দিন মিয়া জানান, ফিটসএয়ার ঢাকা-কলম্বো রিটার্ন টিকেটে সর্বনিম্ন ভাড়া ধার্য করা হয়েছে প্রায় ৩২ হাজার টাকা। যাত্রীরা ৩০ কেজি চেক-ইন লাগেজ এবং ৭ কেজি হ্যান্ড লাগেজ সুবিধা পাবেন। এয়ারবাসের এ-৩২০ এয়ারক্রাফট দিয়ে এই রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে ফিটসএয়ার। বর্তমানে শুধু শ্রীলংকান এয়ারলাইন্স ঢাকা-কলম্বো রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার ধর্মপাল ওয়েরাক্কোডি, ফিটস এয়ারের বাংলাদেশ জিএসএ বেঙ্গল এয়ারলিফট লিমিটেডের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার মেহনাজ মান্নান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ বাহাউদ্দিন মিয়া, পরিচালক ফাইকা নাসের, চিফ অপারেটিং অফিসার সুমায়েয ইকবাল।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কাছে ফ্লাইট পরিচালনার আবেদন করেছিল ফিটসএয়ার।

#

কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৫

**শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৭ এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলার কৃষক ও মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু শেরে বাংলা এ কে (আবুল কাশেম) ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এ কে ফজলুল হক এদেশের কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে আজীবন কাজ করেছেন। কৃষকদের অধিকার আদায়ে তিনি সবসময় সোচ্চার ছিলেন। তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে দরিদ্র কৃষক এবং প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় কৃষি ঋণ আইন এবং প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইনসহ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন। জমিদারগণ রায়তদের ওপর যে আবওয়াব ও সেলামি ধার্য করতেন, তিনি তা বিলোপ সাধন করেন। তাঁর সাহসী নেতৃত্ব, উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য জনগণ তাঁকে ‘শেরে বাংলা’ বা ‘বাংলার বাঘ’ খেতাবে ভূষিত করেছিলেন।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের সঙ্গে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শিক ঐক্য ও রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছিলো। শোষণ, বঞ্চনাহীন ও প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে বাঙালি জাতিকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলার সুযোগ করে দিয়েছেন।

বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য এ কে ফজলুল হকের অসীম মমত্ববোধ, ভালবাসা এবং কর্মপ্রচেষ্টা নতুন প্রজন্মকে সবসময় অনুপ্রাণিত করবে।

আমি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং এ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৪

**শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা**, ১৩ বৈশাখ **(২৬** এপ্রিল**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৭ এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“উপমহাদেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন উপমহাদেশের এক অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কাছে রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি (১৯১৬-১৯২১), কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪৩), পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪) ও পূর্ব বাংলার গভর্নরের (১৯৫৬-১৯৫৮) পদসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসাধারণ মেধাবী ও বাগ্মী ফজলুল হক একাধারে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন। দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হিসেবে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল তিনি গণমানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

বাংলার বাঘ নামে পরিচিত হক সাহেব ছিলেন গণমানুষের নেতা। কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় তিনি ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি (কেপিপি) এবং ১৯৫৩ সালে শ্রমিক-কৃষক দল প্রতিষ্ঠা করেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলা এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সংস্কারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর উদ্যোগে গঠিত ‘ঋণ সালিশি বোর্ড’ বাংলার শোষিত ও নির্যাতিত কৃষক সমাজকে ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি বঙ্গীয় চাকুরি নিয়োগবিধি, প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনি আইন, দোকান কর্মচারী আইন প্রণয়ন করেন যা এ অঞ্চলের অবহেলিত কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রেখেছে। এই বরেণ্য রাজনীতিবিদ ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এ কে ফজলুল হকের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আগামী প্রজন্মের রাজনীতিবিদদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০১০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ